টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
-বিয়ের-
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন

৫৯শ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২১শে আষাঢ়, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
৫ই জুলাই, ১৯৭২

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

জঙ্গিপুর শহরের জনবহুল এলাকায় চাঞ্চল্যকর ডাকাতি

দুর্বৃত্তের বন্দুকের গুলিতে দু'জন নিহত ও পাঁচজন আহত

গত ৩রা জুলাই রাত্রি প্রায় পৌনে ন'টার সময় জঙ্গিপুর বাবুবাজার তে-মাথা রাস্তার জলবহুল স্থানে কালিদাস পালের দোকানে ২৫/৩০ জনের একদল দুর্বৃত্ত বন্দুক, বোমা ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রাদি নিয়ে আক্রমণ করে। দুর্বৃত্তদের বন্দুকের গুলিতে দু'জন ঘটনাস্থলে মারা যায় ও পাঁচজন গুরুতর জখম হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সেই সময় ওখানকার কয়েকজন লোক অন্যান্য দিনের মত সেদিনও রাস্তার মোড়ে বসে তাস খেলছিল। হঠাৎ কয়েকজন মুখে কাপড় বাঁধা লোক তাদের দিকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করে। ফলে তারা ভয়ে পালিয়ে যায়। এরপর দুর্বৃত্তেরা কালিদাস বাবুর দোকানে প্রবেশ করে। তখন দোকানের একটা দরজা সামান্য খোলা ছিল এবং দোকানে বসে কালীবাবুর বড় ছেলে নিমাই পাল সেদিনের বিক্রী টাকা-পয়সা গুণছিলেন। দুর্বৃত্তরা নিমাই পালের কাছ থেকে টাকা-পয়সাগুলো ছিনিয়ে নেয় ও তাঁকে মারধোর করে। পরে তারা দোতলায় গিয়ে কালীবাবুর স্ত্রীকে মারধোর করে ও তাঁর গলা থেকে হার ছিনিয়ে নেয়। রাস্তার মোড়ে পাহারারত দুর্বৃত্তের গুলিতে ওসমানপুরের বলাই দাস ও স্থানীয় ৺পশুপতি সাহার [illegible] বছরের ছেলে ঘটনাস্থলে মারা যায়। সেই সময় রিক্সাচালক আবদুল হাকিম সেখ ও তারাপদ দাস সিনেমার যাত্রী নিয়ে আসছিল। তারা বোমা ও বন্দুকের শব্দে দূরে রিক্সা রেখে ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তদের বোমার আঘাতে গুরুতর আহত হয়। মোট পাঁচজনকে আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। দুর্বৃত্তেরা মিনিট কুড়ির মধ্যে নিজেদের কাজ শেষ করে চম্পট দেয়। দুর্বৃত্তেরা বিশেষ কিছু নিয়ে যেতে পারেনি। কিছু সোনা ও কয়েক শো নগদ টাকা নিয়ে গিয়েছে। পুলিশ সন্দেহক্রমে জঙ্গিপুরের বেলাত মহাজনের ছেলে সাদেমানী সেখ এবং কার্ত্তিক মাহাতো নামে এক ফেরীমাঝিকে গ্রেপ্তার করেছে।

আজ ৫-৭-৭২ এস, পি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

॥ পৌরসভার নির্ব্বাচন স্থগিত ॥

॥ নানা মহলে প্রতিক্রিয়া ॥

জঙ্গিপুর পৌরসভার নির্ব্বাচন প. ব. সরকারের পৌর বিভাগের ৩০৭৯নং [illegible]ত্র তাং ২০-৬-৭২ অনুসারে স্থগিত রইল। বর্ত্তমান কমিশনারদের কর্ম্মকালে ছে[illegible] পড়ল না। আর 'আবার কমিশনার হতে পারব কিনা'—এ দুর্ভাবনাও সাময়িকভাবে কেটে গেল। তাঁরা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে পুরোদমে কাজ শুরু করে দি[illegible]। জায়গায় জায়গায় হাজা-মজা পয়ঃপ্রণালীগুলির সংস্কার করুন।

জনসাধারণ কিছু দিনের জন্যে নিশ্চিন্ত রইলেন। সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রার্থীদের প্রভাব এখন তাঁদের ওপর পড়বে না। নূতনের দূতেরাও স্ব-প্রভাব এখন কিছুদিন [illegible]থিল করবেন।

সরকারের [illegible]মান ভোটের রাজনীতি বন্ধ করেছে বলে যা স্বস্তি। তবে অনেকে এটাকে সুস্থমনে মেনে নিতে পারছেন না।

অগ্নিসংযোগের অভিযোগে

চার বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

সাগরদীঘি, ৩০শে জুন—গতকাল পোপাড়া গ্রামের হায়দার হাজীকে [illegible]ফর সেখের বাড়ীতে প্রায় চার বৎসর আগে আগুন লাগানোর অভিযোগে বহরমপুরের জেলা জজ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারা অনুসারে ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, ১০০০ [illegible] টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন। [illegible] আরও চারজন আসামীকে উপযুক্ত প্রমাণাভাবে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে। এঁরা হলেন—সর্ব্বশ্রী শেরআলী হাজী, রেজাউল্লা সেখ, একরাম হাজী এবং হোম[illegible] কমাণ্ডেন্ট শ্রীঅমরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী (বাদল)।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে আষাঢ় বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

॥ সমাজতান্ত্রিক বেকারত্ব ॥

দেশের অর্থব্যবস্থা ধনিকগোষ্ঠীর হাতের জিনিস হইলে বেকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। কাজ চাহিয়াও যখন কাজ মিলে না, তখন সারা দেশে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ এই সমস্যায় বহুদিন হইতে জর্জরিত। তবে ইহা দিনের দিন যতটা তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, অন্য রাজ্যে ততটা নয়। কিন্তু ইহার সমাধানে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের যতখানি তৎপর থাকা উচিত তাহা চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে যুবচিত্তে আলোড়ন তুলিবার জন্য নানা কথা শোনান হয়। জানি না, তখন যুবসমাজের কাছে কিছু কাজ পাইবার তাগিদ থাকে কি না। কাজ ফুরাইয়া গেলে দিল্লীর মসনদ ও রাজ্যের তখ্‌ত্‌-তাউস বহাল তবিয়তে থাকিয়া যায়। আর যুবকগণ বেকারত্বের গ্লানিতে অভিশপ্ত দিনগুলি লইয়া জুতার চামড়া ক্ষয় করেন। বস্তুতঃ কি রাজ্য, কি কেন্দ্র, সকল স্তরের 'কেষ্টুবিষ্টু'দের সমাজতন্ত্রের বাণী শুনা যায়। বাণী শুনিয়া যদি কেহ মনে করেন যে, দেশে সমাজতন্ত্র চালু হইল আর কি, তাহা হইলে তিনি মূর্খের স্বর্গে বাস করিবেন। সারা ভারতের অর্থনীতি মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁহারা সোনারূপার চশমায় এই দেশের কোটি কোটি মানুষকে দেখেন আত্মবৎ। তাই অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা দারিদ্র্যের অভিশাপ আজিও ঘুচিল না; আর বেকারত্বেরও কোন সুরাহা হইল না। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা গ্রাফের আকারে বাড়িয়া যাইতেছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি এই সমস্যার একটি বিশেষ বাধা সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন ইহার দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার সময় নয়। বছরের পর বছর এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম যত রেজেষ্ট্রীকৃত হইতেছে, তাহাতে আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট হেতু আছে।

অলস মস্তিষ্ক নানা কাণ্ড করিতে চাহে। মানুষ যদি কাজে লিপ্ত না থাকে, দিনের দিন নানা নৈরাশ্যের মধ্যে যদি তাহাকে চলিতে হয়, তবে এমন একটা পথের সন্ধান সে পায় যাহার মধ্যে চলিতে তাহাকে হয়ই। এই পথকে হয়ত সমর্থন করা যায় না। কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া ইহা অনিবার্য। রাস্তায় রাস্তায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থনে মিছিল, বিরাট জনসভা প্রভৃতি যাঁহাদের অবদানে পুষ্ট, তাহার একটি বৃহৎ অংশ বেকারদের দ্বারা গঠিত। বাড়ীতে বেকারত্বের অশান্তি ভোগ করার চেয়ে বাড়ীর বাহিরে এই সব কাজ পাইয়া বিরাট শূন্যতাকে যদি ভরিয়া তোলা যায়, ক্ষতি কি! আজ সমাজবিরোধী উৎপাত দেখা যাইতেছে। অগণিত ঘটনা ঘটিয়া চলিয়াছে। চুরি ছিনতাই, রাহাজানি প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক এবং প্রকাশ্য ঘটনা। ইহার মূলে ছাপমারা সমাজবিরোধী আছে সত্য। কিন্তু তাহার সঙ্গে অভিশপ্ত বেকার যুবকের দল কত যে জুটিয়া গিয়াছে সে খবর কে রাখেন? পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার শিক্ষিত যুবক আজ সোচ্চার—'কাজ দাও'। সরকারী পর্যায়ে এই বেকারসমস্যার রাহুমুক্তি ঘটাইবার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার নিতান্ত অভাব; দেশে কি এমন অর্থনীতিবিদ নাই যাঁহার দ্বারা এই সম্পর্কে কিছু করা যায়? না, বাঙ্গালীত্ব একটা অপরাধ?

চরম দু[illegible]ার দিন সামনে আসিতেছে। লক্ষ দিতে দিতে নিষ্কর্মার দল বাড়িতেছে। এই অবস্থা একদিন দেশের মধ্যে চরম অস্থিরতা আনিতে বাধ্য। পরিকল্পনার অভাব, ধনীর মুখব্যাদান, মুখে সমাজতন্ত্রের বুলি—সব কিছু একটা তালগোল পাকাইয়া ফেলিয়াছে। জীবনের রূঢ় বাস্তবে সব প্রকট হইয়া উঠিতেছে। একটা কথা, দলবিশেষের কাজ বলিয়া সব অশান্তিকে ব্যাখ্যা করার মত বুদ্ধি আমাদের পরিহার করা উচিত। সুস্থ মস্তিষ্কে ভাবিবার সময় এখনও আসে নাই মনে করিলে বুঝিব রোম জ্বলিলেও নীরো বীণা বাজাইতে [illegible]ন।

গুলি বের করতে গিয়ে ডাকাত আটক

সাগরদীঘি, ২৬শে জুন—গত পরশু জিয়াগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভেলাডাঙ্গার দিলীপ ঘোষ নামে একজন আহত ডাকাত পায়ের গুলি বের করতে গেলে চিকিৎসক থানায় জানিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ হাসপাতাল থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে এবং সাগরদীঘি থানায় পাঠিয়ে দেয়। এই থানার গোবর্দ্ধনডাঙ্গার সশস্ত্র ডাকাতি এবং আরও অনেক ডাকাতির সঙ্গে শ্রীঘোষ জড়িত বলে পুলিশের ধারণা। তাকে জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

স্থায়ীপদে একজন গ্রাজুয়েট (শিক্ষণপ্রাপ্ত বাঞ্ছনীয়) শিক্ষক প্রয়োজন। আগামী ১০।৭।৭২ এর মধ্যে আবেদন করুন।

সম্পাদক, বড়শিমূল জুনিয়র হাই স্কুল
পোঃ বড়শিমূল, জিঃ মুর্শিদাবাদ।

কলেরা ইঞ্জেক্‌সনে মৃত্যু

গত ৪ঠা জুলাই রঘুনাথগঞ্জ থানার গনকর গ্রামে জঙ্গিপুর স্বাস্থ্য বিভাগের জনৈক কর্মী গ্রামের চারজনকে কলেরা প্রতিষেধক ইঞ্জেক্‌সন দেন। কিন্তু ইঞ্জেক্‌সন দেবার এক ঘণ্টার মধ্যে বাদল সেখের দশ বছরের ছেলে মারা যায় ও অন্যান্যরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে থানায় ডাইরী করা হয় ও মৃতদেহ পোষ্টমর্টেম করা হয়। পোষ্টমর্টেমের রিপোর্ট পাওয়া যায় নি।

পরীক্ষা কক্ষে আবার পরিদর্শক

গত ২৮শে জুন জঙ্গিপুর কলেজে বি-এ পার্ট ওয়ান পরীক্ষা চলাকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনজন পরিদর্শক আকস্মিকভাবে পরীক্ষা কক্ষে হাজির হন। তাঁরা কয়েকজন পরীক্ষার্থীর কাছ হতে বই ও কিছু কাগজপত্র উদ্ধার করেন এবং তাদের রোল নম্বর লিখে নেন।

॥ চিঠিপত্র ॥

জঙ্গিপুর পৌরসভার নির্ব্বাচন স্থগিত রাখার আদেশকে কে কী চোখে দেখছেন

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ সমীপেষু—

জঙ্গিপুর-পৌর-সভার নির্ব্বাচন সরকারী এক আদেশ বলে, কোন উপযুক্ত কারণ না দেখিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, বিনা কারণে নির্ব্বাচন স্থগিত রাখার নির্দেশ অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত বলে আমরা মনে করি।

সরকারী এই অগণতান্ত্রিক আদেশ কার্য্যকরী হওয়ায় জঙ্গিপুর পৌর এলাকার সাধারণ মানুষের সাথে আমরাও বিস্মিত। আগামী পৌর নির্ব্বাচনে শাসক কংগ্রেস তাঁর ভাবী হতাশাজনক ফলাফল সম্বন্ধে সচেতন হয়েই সরকারী আমলাতন্ত্রকে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করেছেন বলে সর্ব্বসাধারণের মনে প্রশ্ন জেগেছে।

আমরা এই অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করছি ও অবিলম্বে পৌর এলাকার অধিবাসীদের স্বার্থে নির্ব্বাচন দাবী করছি।

পশুপতি চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক
২৯-৬-৭২ আর, এস, পি, জঙ্গিপুর।

এস-ইউ-সির জেলা কমিটির পক্ষে অচিন্ত্য সিংহ

"জংগীপুর পৌরসভার নির্বাচন আগামী ২৩শে জুলাই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, মনোনয়ন পত্র দাখিল এবং পরীক্ষা যখন সম্পূর্ণ, মনোনয়ন পত্রের প্রত্যাহারের শেষ দিন যখন অতিক্রান্ত, তখন আকস্মিকভাবে মুর্শিদাবাদ অতিরিক্ত জেলা শাসকের এক নির্দ্দেশ ক্রমে পৌরসভা নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু নির্দেশনামায় কোন কারণ দেখানো হয়নি, কিংবা কতদিনের জন্য এই নির্বাচন বন্ধ রাখা হোল তাও বলা হয় নি। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এই আচরণ অস্বাভাবিক এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী। কংগ্রেস পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতায় আসার পর থেকে পৌর-সভাগুলিকে নিশ্চিতভাবে শাসক কংগ্রেসের আয়ত্তে আনার উদ্দেশ্যে এবং দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে এই পথ অবলম্বিত হয়েছে। পৌর-সভার নির্বাচনে নিশ্চিত পরাজয়ের গ্লানি এড়াবার জন্য এই নির্বাচন বাতিল করা হোল বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা অবাক হবো না যদি দেখি বর্তমানে ক্ষমতাসীন পৌরসভাকে অদূর ভবিষ্যতে বাতিল করা হয়েছে এবং প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে। আজকে একথা বোঝার সময় এসেছে যে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী শাসক কংগ্রেস কিভাবে গণতন্ত্রের শেষ অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার চক্রান্ত করছে।"

জঙ্গিপুরের কড়চা

কিযে হোল, কেন হোল, জানি না

হায়, পৌর নির্বাচন! জঙ্গিপুরের নির্ব্বাচন প্রার্থীদের কত আশা আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ উদ্দীপনা হঠাৎ দমিত করে দিলে। কেমন যেন ঘটে গেল। রঙ্গভরা বঙ্গদেশের ভোটরঙ্গ এক মজা আর মজলিসী আসরের উপাদেয় আলোচনা, বিবাদ সুবাদ আবাদের মুখরোচক ব্যঞ্জনা। এখানেও শুরু হোল রাতের আঁধারে দেয়ালে দেয়ালে নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম লিখন। ঘরে ঘরে আরম্ভ হোল তাঁদের পদযাত্রা। নির্ব্বাচকদের জ্ঞানদানের পালা—মোদ্দা কথায়—শুরু হোল ক্যানভাসিং। রাস্তার আশে পাশে, বাড়ীর দেয়ালে অথবা ব্যক্তিগত বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের চূণকাম করা দেহের উপর পড়ল নির্ব্বাচনী রঙ্গরসের রঙ তুলির রঙবেরঙের ছাপ। ২৯শে জুন সকাল বেলায় পড়ল ঢোলাই। নির্ব্বাচন হচ্ছে ২৩শে জুলাই। সারা শহর জানল। জানল শহরবাসী। এ দিনটি কারও পক্ষে খোসা-মুদের দিন। ভোটকেন্দ্রে যাবেন পায়ে হেঁটে নয়—রিক্সা চড়ে। অবশ্য পকেটীয় ব্যয় তাদের নয় প্রার্থীদের। ভোটদাতা আর প্রার্থীদের সারা জাগানো দিন ঐটি; দাবীর কত কাঙালপনা আর প্রতিশ্রুতির কত জৌলুস নিয়ে আসছিল ঐ দিনটী। কিন্তু ২৯শের দুপুর বেলা। জঙ্গিপুরের এখানে ওখানে রাষ্ট্র হয়ে গেল—নির্ব্বাচন স্থগিত। কেউই জানল না কারণ। শুধু একটি কথা সবার মুখে—কি যে হোল, কেন হোল, জানি না।

আম আর আমড়া

বাজারের থলেটি হাতে নিয়ে যেতেই—ছেলে বল্লে—'আম এনো,' গিন্নী বলেন "আমড়া"। সীমিত সাধ্যে উভয়কেই খুসী করবো—সে তো মনেই আছে। বাজারের 'রাশ' ঠেলে হুড়মুড়িয়ে এর ঘাড়ে না হয় ওর ঘাড়ে পড়ে কোন প্রকারে টাল সামলে খেড়ো থেকে কাঁচকলা দিয়ে কোন মতে থলেটি আধাসাধা ভরে যখন আম আর আমড়ার পাশে এসে দাঁড়ালাম—আমের দর শুনি টাকা কিলো—আর আমড়ার দরও তাই। বড় বিড়ম্বনা, মশাই। আম আর আমড়া তো নেওয়া গেল। কিন্তু সেই হতেই একটা কথা বার বার মনে হচ্ছে মূল্যমানের এমন নির্জলা অনুগ্রহে আমড়া কি আমের কৌলীন্য পেলো?

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

বেলুড়ী, ২৮শে জুন—গত বৃহস্পতিবার নবগ্রাম থানার কোড়গ্রামে একদল দুর্বৃত্তের বল্লমের আঘাতে মঙ্গল মাঝি নামে জনৈক কৃষাণ নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে।

প্রকাশ, বীরভূমের আশুরা গ্রামের শ্রীননীগোপাল রায়ের জমি কোড়গ্রামে আছে এবং মঙ্গল তাঁর কৃষাণী করত। ঘটনার দিন মঙ্গল যখন চাষ করছিল সেই সময় সি, পি, এম বর্ণিত একদল লোক বল্লম, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে তাকে আক্রমণ করে এবং বল্লমের আঘাত করে। মঙ্গলকে আশংকাজনক অবস্থায় বহরমপুর সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয় এবং গত পোরশু সে মারা যায়। নবগ্রাম থানার এস, আই শিশু পাল নামে কোড়গ্রামের এক নেতৃস্থানীয় সি, পি, এম সমর্থককে গ্রেপ্তার করেছেন। তিনি এখন জামিনে মুক্ত আছেন।

অনিবার্য্য কারণবশতঃ 'কাছের মানুষ যোগীন্দ্র-নারায়ণ' ধারাবাহিক রচনাটি এই সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না। —সঃ জঃ সঃ

॥ মারপিট- অগ্নিসংযোগ ॥

আজিমগঞ্জ, ২৬শে জুন—আজ সকালে এখানে উত্তেজিত জনতার হাতে নারীঘটিত ব্যাপারে অজিত মিত্র নামে জনৈক ব্যবসায়ী প্রচণ্ড মার খান এবং অগ্নিসংযোগের ফলে শ্রীমিত্রের চানাচুরের দোকান ভস্মীভূত হয়।

প্রকাশ, শ্রীমিত্র অনেক দিন থেকে একজন পতিতার সঙ্গে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত ছিলেন। আজ সকালে মেয়েটি শ্রীমিত্রের দোকানে এসে টাকা চায়। তিনি টাকা দিতে অস্বীকার করলে উত্তেজিত জনতা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং লোহার রড দিয়ে প্রচণ্ড প্রহার করে, দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয়। দ্রুত পুলিশী হস্তক্ষেপের ফলে শ্রীমিত্র বেঁচে যান। খবর পেয়ে দমকলবাহিনী বহরমপুর থেকে ছুটে আসে এবং আগুন আয়ত্তে আনে। শ্রীমিত্রকে গুরুতরভাবে জখম অবস্থায় জিয়াগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। মেয়েটিকে পুলিশ আটক করেছে।

নাট্যানুষ্ঠান

৫ই জুলাই জঙ্গিপুর রিক্রিয়েশন ক্লাবের পরিচালনায় ৺তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কালিন্দী" নাটক অভিনীত হয়। বহিরাগতদের মধ্যে যাঁরা অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন—সিনেমাভিনেত্রী তপতী ঘোষ, রাজলক্ষ্মী দেবী (ছোট), লক্ষ্মী হালদার ও অন্যান্যরা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুণ অনুষ্ঠান আরম্ভে বিলম্ব ঘটে।

"লিমেরিক্"

—শ্রীঠাকুরদাস শর্ম্মা

(১)

শীর্ষ-বৈঠক বসেছে ঐ হিমালয়ের তুঙ্গে।
সিমলায় ইন্দিরাজীর শ্রীভুট্টোর সঙ্গে॥
কি হ'লো আর কি হলোনা কে খোঁজ তার রাখে।
'বেনজির'কে দেখ্তে ভীড় মানুষ লাখে লাখে।

(২)

তাক্ কুড়কুড় তাক্ কুড়কুড় বাজ্ছে আবার ঢাক।
ঘন ঘন যাচ্ছে শোনা কাশ্মীর [illegible]র ডাক॥
অনেক দিন আটক থেকে চিড়িয়াখানার পিঞ্জরে।
বাঘের গলা শুকিয়ে গেছে জোর নাই তার পঞ্জরে॥
গলার আওয়াজ কমে গেছে করেন না আর হালুম।
এতদিনে আপন শক্তি শেরের হচ্ছে মালুম॥

(৩)

বাংলাদেশটা বিগ্ড়ে গেল পূবের বদ [illegible]।
সামুচাচাও পারলো নাকো দিতে [illegible]বর দাওয়াই॥
নিজেই ছুটে পালিয়ে গেল সাত সাগরের পারে।
পাকিস্তানের ক[illegible]লো 'জয়বাংলা'র ঝড়ে॥

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত জেলা শাসক ৩৭নং পত্র তাং ৮/১/৭২ অনুসারে আগামী ২৩শে জুলাই জঙ্গিপুর পৌরসভার নির্ব্বাচনের যে দিন ধার্য্য করিয়াছিলেন তাহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৌর বিভাগের ৩০৭৯নং পত্র তাং ২০/৬/৭২ অনুসারে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক কর্ত্তৃক প্রচারিত।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-9CB

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।